বেগুন চাষের বিস্তারিত

জাতের নাম : বারি বেগুন ১

জনপ্রিয় নাম : উত্তরা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৫০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : চ্যাপ্টা, হালকা হলদেটে

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছ খাটো ও ছড়ানো। গাছে গড়ে ৪০ -৪৫ টি ফল। আগাম জাত। পাতা ও শাখার রং হালকা বেগুনি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ ২২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫০-৫৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৫ - ৫০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন ২

জনপ্রিয় নাম : তারাপুরী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৩০-১৪০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : চেপ্টা, হালকা হলদেটে

জাতের ধরণ : হাইব্রীড

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছ মাঝারি আকারের। গাছ প্রতি ফল গড়ে-৬৫-৭৫ টি। ফল গাঢ় বেগুনি, লম্বা বেলুনাকার। চামড়া পাতলা, শাঁস নরম। । প্রতি ফলের ওজন প্রায় ১২৫-১৫০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০ ২২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ , পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন-৪

জনপ্রিয় নাম : কাজলা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৮০-১৯০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : ফল মাঝারি, লম্বা, রঙ কালচে বেগুনি ও চকচকে

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিস্ট্য : মাঝারি আকার, খাড়া, ছড়ানো গাছ। গাছ প্রতি গড়ে ৩০-৩৫ টি ফল ধরে ।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ ২২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন ৫

জনপ্রিয় নাম : নয়নতারা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৮০-১৯০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : চেপ্টা, হালকা হলদেটে

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছ খাড়া আকারের।গাছ প্রতি গড়ে ১৫-২০ টি ফল।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫০ ২০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন ৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৮০-১৯০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : চেপ্টা, হালকা হলদেটে

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছ মাঝারি আকারের এবং ঝোপালো।গাছ প্রতি গড় ফল ১৫-১৭টি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ ২০০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন ৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

গড় জীবনকাল (দিন): ১৫০-১৭০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : চেপ্টা, হালকা হলদেটে

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছ খাড়া আকারের।গাছ প্রতি গড়ে ৩০-৩৫ টি ফল হয়। ফলের আকার লম্বা, চিকন এবং রঙ চকচকে কাল বেগুনি।ফলের গড় ওজন ৮০-৯০ গ্রাম

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৭০ ১৮৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০-৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু

উপযোগী মাটি : পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন ৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৭০-১৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : ফলের আকার লম্বা, নলাকার , উজ্জ্বল কালচে বেগুনি ।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছ খাড়া আকারের।গাছ প্রতি গড়ে ২০-২৫ টি ফল (গ্রীষ্মকালীন) ৩০-৩৫ টি ফল (শীতকালীন) । ফলের গড় ওজন ১০০-১১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৭০-১৮৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০-৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু , মাঝারি নিচু জমি , অতি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে , দোআঁশ , বেলে-দোআশ , পলি-দোআশ , এটেল-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন ৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৫০-১৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : ডিম্বাকার,উজ্জ্বল সবুজ রঙের ফল, ফলের নিচের অংশে সাদা ছিট ছিটে লম্বাটে দাগ আছে।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিস্ট্য : তুলনামুলক খাটো গাছ।গাছ প্রতি গড়ে ৩০-৩৫ টি ফল। ফলের গড় ওজন ১০০-১১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ ২০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উঁচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ , পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বেগুন ১০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৭০-১৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : লম্বা ,উজ্জ্বল বেগুনি রঙের।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছ মাঝারি আকার, ঝোপালো। গড় ওজন ১০০ - ১১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ ২০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ , পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড বেগুন ৩

জনপ্রিয় নাম : বারি হাইব্রিড বেগুন ৩

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৫০-১৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : প্রতি গাছে গড়ে ৫০-৫৫টি ফল ধরে।

জাতের ধরণ : হাইব্রীড

জাতের বৈশিস্ট্য : চ্যাপ্টা , হালকা হলদেটে

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২০ ২৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : বেলে , বেলে-দোআশ , পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি হাইব্রিড বেগুন ৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৫০-১৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : চ্যাপ্টা , হালকা হলদেটে

জাতের ধরণ : হাইব্রীড

জাতের বৈশিস্ট্য : ফল ডিম্বাকৃতির, হালকা সবুজ রঙ।প্রতি গাছে ফল গড়ে ৫০-৬০ টি। ফলের গড় ওজন ১০০-১১০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২২০ ২৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ গ্রাম - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বিটি বেগুন-১

জনপ্রিয় নাম : বারি বিটি বেগুন-১

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৫০-১৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : চেপ্টা, হালকা ধুসর হলুদ

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছ খাট ও ছড়ানো, পাতা ও শাখা হালকা বেগুনি। ফলের চামড়া পাতলা, ফল থোকায় থোকায় ধরে

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৪২

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ২০০-২২০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৫০-৫৫

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ০.৪৫-০.৫০ গ্রাম -

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ , পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বিটি বেগুন-৩

জনপ্রিয় নাম : বারি বিটি বেগুন-৩

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৭০-১৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : ফলের আকার গোল এবং রঙ কালচে বেগুনি।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছ খাড়া, গাছ প্রতি ফল সংখ্যা ২৫-৩০ টি, গড় ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম। এককভাবে ধরে, বোঁটর রঙ সবুজাভ বাদামি।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ ২০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ , পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি বিটি বেগুন-৪

জনপ্রিয় নাম : বারি বিটি বেগুন-৪

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল (দিন): ১৮০-২০০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : ফল ডিমাকার এবং রঙ সবুজ।

জাতের ধরণ : আধুনিক

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছ মাঝারি, ঝোপাল ও সবুজ রঙ এর। এককভাবে ধরে, বোঁটর রঙ সবুজাভ বাদামি। প্রতি গাছে ২০ টা ফল ধরে । গড় ওজন ২০০-২৫০ গ্রাম

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৮০ ২০০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫-৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ , পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, খন্ড-১, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : খটখটিয়া

জনপ্রিয় নাম : খটখটিয়া

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল (দিন): ১৫০-১৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : কালচে বেগুনি

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছের উচ্চতা বিস্তার মাঝরি, পাতা মাঝারি চওড়া।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৬

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ ১৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাচলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি , বিএআরসি

জাতের নাম : ঈশ্বরদী ১

জনপ্রিয় নাম : ঈশ্বরদী ১

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল (দিন): ১৪০-১৫০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : ফল বড় ও গোলাকার রঙ সবুজ গায়ে হালকা ডোরা আছে।

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছে কাটা আছে ,পাতা খাটো ও চওড়া। বীজের পরিমাণ বেশি।প্রতিটি ফলেও ওজন ১৫০-২৫০গ্রাম

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ ১৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাচলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি , বিএআরসি

জাতের নাম : ডিম বেগুন

জনপ্রিয় নাম : ডিম বেগুন

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল (দিন): ১৫০-১৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : ফল ধবধবে সাদা,ডিম্বাকার ।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছ মাঝারি আকারের। ফলের গড় ওজন ৪০-৬০ গ্রাম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ ১৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ , পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাচলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি , বিএআরসি

জাতের নাম : ইসলামপুরী

জনপ্রিয় নাম : ইসলামপুরী

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল (দিন): ১৫০-১৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : গোলাকার , কচি অবস্থায় গাঢ় বেগুনি।

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিস্ট্য : বোঁটায় কাঁটা নাই । প্রতি টি ফলের ওজন২০০-৪০০গ্রাম্। শাঁশ নরম, বীজের পরিমাণ কম।

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ ১৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাচলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি , বিএআরসি

জাতের নাম : শিংনাথ

জনপ্রিয় নাম : শিংনাথ

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল (দিন): ১৬০-১৮০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : ফল সরু, বেগুনী রঙের।

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিস্ট্য : বেশ উঁচু,শাখা প্রশাখা বেশি, পাতা সরু ধরনের। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৩৫-৪০টি। ফলের গড় ওজন ৭৫-১৫০ গ্রাম

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ ১৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : সারা বছর

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাচলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি , বিএআরসি

জাতের নাম : নয়ন কাজল

জনপ্রিয় নাম : নয়ন কাজল

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল (দিন): ১৫০-১৭০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : ফল বেলুনাকার। রঙ হালকা সবুজ বোঁটর কাছে হালকা রেগুনি চোখের কাজলেরমতো আঁচড় আছে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিস্ট্য : গাছ মাঝারি উঁচু ও শাখা প্রশাখাযুক্ত। ফলের ওজন ৩০০-৪০০গ্রাম

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২০ ১৩০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০-৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : পলি-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাচলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি , বিএআরসি

জাতের নাম : লাফফা

জনপ্রিয় নাম : লাফফা

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : স্থানীয়

গড় জীবনকাল (দিন): ১৪০-১৫০

দানার ধরণ, আঁশের ধরণ, ফলের ধরণ : গোলাকার, বড়, রঙ বেগুনি ফলের উপরিভাগ সাম

জাতের ধরণ : স্থানীয় জাত

জাতের বৈশিস্ট্য : মাঝারি ধরনের , শাখা বহুল,পাতা বেগুনি সবুজ। প্রতি গাছে ৮-১০ টি ফল ধরে

লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব (ইঞ্চি) : ৩০

চারা থেকে চারার দূরত্ব (ইঞ্চি) : ২৮

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০০ ১২০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ০.৪৫ - ০.৫০ গ্রাম

উপযোগী ভূমির শ্রেণী : মাঝারি উচু , মাঝারি নিচু জমি

উপযোগী মাটি : দোআঁশ , বেলে-দোআশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাচলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি , বিএআরসি

পোকার নাম : সাদা মাছি

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট হলুদাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট

ক্ষতির ধরণ : গাছের রস চুষে খাওয়ার ফলে গাছ শুকিয়ে যায় । এই পোকা এক ধরণের রস ছড়িয়ে দেয়, যেখানে বিভিন্ন ছত্রাক আক্রমণ করে । ফলে দূর থেকে আক্রান্ত গাছকে নিস্তেজ ও কালো দেখায়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : সম্পূর্ণ গাছ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট

পোকার নাম : খুদে লাল মাকড়

পোকা চেনার উপায় : খুদে লাল রঙের মাকড় পাতার নিচে দলবদ্ধ ভাবে থাকে। প্লাতায় খুব ছোট সাদা সাদা দাগ দেখা যায় ।

ক্ষতির ধরণ : পাতার রস চুষে খায় তাই পাতা বিন্দু বিন্দু হলুদে দাগের মত হয়ে পরে সাদাটে হয়ে যায়।অতি ক্ষুদ্র মাকড় পাতার উল্টো দিকে দেখা দেয়।কখনও কখনও এরা এক যায়গায় ঘনভাবে জড় হয়।

আক্রমণের পর্যায় : চারা , পূর্ণ বয়স্ক , সব , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পূর্বপ্রস্তুতি : সুষম সার ব্যবহার করুন।সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করুন।ক্ষেত পরিস্কার পরচ্ছন্ন রাখুন ।জমিতে পরিমিত পরিমানে জৈবসার প্রয়োগ করুন। পানি স্প্রে করুন বা ঝরনা সেচ প্রদান করুন।

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা : আক্রমন বেশি হলে সালফার জাতীয় কীটনাশক (যেমন কুমুলাস ডিএফ বা রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি বা থিওভিট ৮০ ডব্লিউজি বা সালফোলাক ৮০ ডব্লিউজি, ম্যাকসালফার ৮০ ডব্লিউজি বা সালফেটক্স ৮০ ডব্লিউজি ২৫ গ্রাম)অথবা এবামেক্টিন জাতীয় (ভার্টিমেক ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : ১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, ছেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। অথবা নিমের পাতা বা ফল বেটে ছেঁকে রস ৫-৬ গুন পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন কীটতত্ত বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা -মোঃ হাসানুর রহমান

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : পূর্নাঙ্গ পোকা এবং বাচ্চা উভয় ই দেখতে ছোট আকৃতির, নরম, বাদামি অথবা বাদামি কাল রঙের । দলবদ্ধ ভাবে থাকে। দেহের পিছনে উভয় দিকে একজোড়া কালো নল আছে।

ক্ষতির ধরণ : পূর্নাঙ্গ পোকা এবং বাচ্চা গাছের পাতা, কচি কান্ড, ফুল ও ফলের কুঁড়ি, বোটা এবং ফলের কচি অংশের রস চুষে খায়, ফলে গাছ দুর্বল ও হলুদ হয়ে যায়, পাতা কুচকে যায় । ফুল ও ফল অবস্থায় আক্রমন হলে ফুলের কুঁড়ি ঝারে পড়ে । আক্রমনের মাত্রা বেশি হলে কচি ডগা মারা যায়।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পূর্বপ্রস্তুতি : পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ । জমি পর্যবেক্ষণ।ফসলরে অবশষ্টাংশ ধ্বংস করা।

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , কচি পাতা , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : লার্ভা , ফেজ -১ , কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন কীটতত্ত বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা -মোঃ হাসানুর রহমান

পোকার নাম : পাতা মোড়ানো পোকা

পোকা চেনার উপায় : বাদামি রংয়ের একধরনের মথ ।

ক্ষতির ধরণ : ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে লালা দিয়ে কচি পাতা লম্বা লম্বি ভাবে মুড়িয়ে ফেলে । পাতা খুললে ভিতরে কীড়া পাওয়া যায়। মুড়ানো পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে ।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পূর্বপ্রস্তুতি : পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ । জমি পর্যবেক্ষণ।বালাইনাশক ব্যবহারের পুর্বে পরিপক্ক ফল সংগ্রহ করুন এবং কীটনাশক ব্যবহারের এক সপ্তাহের আগে ফল সংগ্রহ অথবা বাজারজাত করন থেকে বিরত থাকুন ।

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন কীটতত্ত বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা -মোঃ হাসানুর রহমান

পোকার নাম : জ্যেসিড/ শোষক পোকা/ হোপার/ শ্যামা পোকা

পোকা চেনার উপায় : হালকা সবুজ রংয়ের ফড়িং জাতীয় পোকা, পাখার পিছনে কাল দাগ আছে। বাচ্চা ও সবুজ ধরনের।

ক্ষতির ধরণ : কচি পাতার রস চুষে খাওয়ায় পাতা কুকড়ে নিচের দিকে বেকে আসে, পাতা বিবর্ন হয়ে তামাটে রং ধারণ করে ,পরে মারা যায়।

জৈবিক উপায়ে দমন : জেসিড দমানোর জন্য আঠালো হলুদ ফাঁদ ব্যবহার করুন ।

আক্রমণের পর্যায় : চারা , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পূর্বপ্রস্তুতি : জমি পর্যবেক্ষণ। বেগুনের জমির কাছা কাছি বেগুন, টমেটো, ঢেঁড়শজাতীয় ফসল থাকলে এই পোকার আক্রমান সম্পর্কে সর্তক থাকুন। পোকা লাগার প্রাথমিক অবস্থায় কীড়া পাতা সহ নষ্ট করে ফেলুন।

পোকামাকড় জীবনকাল : লার্ভা , পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ডগা , কচি পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) অথবা কারবারাইল জাতীয় কীটনাশক (যেমন সেভিন ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষোধ পাতার নিচের দিকে যেখানে পোকা থাকে সেখানে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : পাঁচ গ্রাম পরমিাণ গুড়া সাবান প্রতি লটিার পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে স্প্রে করুন। অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন কীটতত্ত বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা -মোঃ হাসানুর রহমান

পোকার নাম : বেগুনের কাঁটালে/কাঁঠালে পোকা/ইপিলেকনা বিটল

পোকা চেনার উপায় : বয়স্ক পোকা ডিম্বাকৃতির , হালকা থেকে গাঢ় লাল, ৬-৭ মিলি লম্বা পোকা, উপরের পাখনায় কয়েক জোড়া দাগ থাকে। কীড়ার গায়ের রং হলুদ, চ্যাপ্টা, গায়ে কাঁটা থাকে । দেখতে আনেকটা কাঁঠালের মতো

ক্ষতির ধরণ : দলবদ্ধভাবে আক্রমন করে। আক্রান্ত পাতার সবুজ আংশ খেয়ে জালিকার মত ঝাঁঝরা করে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায় , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পূর্বপ্রস্তুতি : কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (সেভিন 20 গ্রাম) ৫ শতক জমির জন্য ১০ লি. পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে ।

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক , কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , শিকড়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

অন্যান্য : : পাতার নিচে কীড়া / বয়স্ক পোকাসংগ্রহ করে নষ্ট করুন। নিমের পাতা বা ফল বেটে ছেঁকে রস ৫-৬ গুন পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন কীটতত্ত বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা -মোঃ হাসানুর রহমান

পোকার নাম : কাটুই পোকা

পোকার স্থানীয় নাম : : কাটুই পোকা

পোকা চেনার উপায় : ছোট আকারের মথ ,হালকা বাদামি রং এর দুই জোড়া পাখা যুক্ত, নিশাচর। ভিতরের পাখাতে ধুসর শিরা/ জালিকা দেখা যায়। কীড়ার রং বেগুনী থেকে বাদামি বেগুনী।

ক্ষতির ধরণ : রাতে চারার গোড়া কেটে ফেলে

আক্রমণের পর্যায় : চারা , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পূর্বপ্রস্তুতি : সকাল বেলায় কেটে দেয়া চারার আশেপাশের মাটি খুড়ে কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলুন। আক্রমণ দেখা গেলে সেচ দিন, এবং ক্ষেতের মাটি আলগা করে দিন।

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : শিকড় , কান্ডের গোঁড়ায়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে কারটাপ জাতীয় কীটনাশক (কেয়ার ৫০ এসপি অথবা সানটাপ ৫০ এসপি ২০ মিলি / ৪ মূখ) অথবা ল্যামডা-সাইহ্যালোথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (ক্যারাটে ২.৫ ইসি অথবা ফাইটার প্লাস ২.৫ ইসি ১৫ মিলি / ৩ মূখ) ১০ লিটার প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন কীটতত্ত বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা -মোঃ হাসানুর রহমান

পোকার নাম : ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা

পোকা চেনার উপায় : ছোট আকারের মথ , ৮-১২ মি মি লম্বা সাদা রং এর দুই জোড়া পাখাতে ছিট ছিট বাদামি দাগ থাকে, স্ত্রী মথ একটু বড়

ক্ষতির ধরণ : ডগা ও ফল ছিদ্র করে কুড়ে খায়। আক্রান্ত ডগা ঢলে পড়ে শুকিয়ে যায় । ফলে আক্রমন হলে তা খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়

জৈবিক উপায়ে দমন : অন্তত সপ্তাহে কয়েকবার আক্রান্ত ডগা ও ফল থেকে পোকা সংগ্রহ করে তা নষ্ট করুন। কীটনাশকের বদলে আলোর ফাঁদ ব্যবহার করুন। নিদিষ্ট সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন। নিমের পাতা বা ফল বেটে ছেঁকে নির্যাস ৫-৬ গুন পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন ।

আক্রমণের পর্যায় : চারা , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

পূর্বপ্রস্তুতি : জমি গভীর ভাবে চাষ এবং আগাছামুক্ত রাখতে হবে। পুরনো ডালপালা থাকলে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সবল চারা রোপন করতে হবে। সহনশীল জাত (যেমন, বারি বিটই বেগুন -১,২,৩,৪ ইত্যাদি) চাষ করতে হবে।চার রোপনের ১৫ দিন পর থেকে তিন দিন পর পর জমি পর্যবেক্ষণ করুন।

পোকামাকড় জীবনকাল : কীড়া

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ডগা , ফল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : কীড়া

ব্যবস্থাপনা : আক্রমণ বেশি হলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোথায়ারানিলিপ্রল জাতীয় কীটনাশক (যেমন ভলিউম ফ্লেক্সি ৫ মিলিলিটার অথবা ১মুখ) অথবা সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন ওস্তাদ ২০ মিলিলিটার ৪ মুখ অথবা ম্যাজিক অথবা কট ১০ মিলিলিটার ২ মুখ) প্রতি ১০লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০-১২ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : : অন্তত সপ্তাহে কয়েকবার আক্রান্ত ডগা ও ফল থেকে পোকা সংগ্রহ করে তা নষ্ট করুন। আলোর ফাঁদ অথবা নিদিষ্ট সেক্স ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন। ১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিমবীজ ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে, ছেঁকে আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে এই পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়।

তথ্যের উৎস : সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন কীটতত্ত বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা -মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : ফল ফেটে যাওয়া সমস্যা

রোগের কারণ : শরীরবৃত্তীয় কারণ

ক্ষতির ধরণ : তাপমাত্রার দ্রত পরিবর্তন, অতি পানি ঘাটতির পর হঠাৎ সেচ দেওয়া বা গাছের শরীরবৃত্তীয় কারণে কখনও কখনও বেগুন ও বেগুন গাছ ফেটে যায়। এতে বেগুন খাবারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

পূর্বপ্রস্তুতি : # আগাম বীজ বপন করা #নিয়মিত জমির আদ্রতা পরীক্ষা করে সেচ দিন। # খরার সময় হঠাৎ জমিতে সেচ প্রয়োগ করবেন না # সুষম সার ব্যবহার করা # সঠিক দুরত্বে চারা রোপন করা

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল , সম্পূর্ণ গাছ

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : কোনিফেরা ব্লাইট

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে পাতায় পানি ভেজা ক্ষত দেখা যায়। পরে পাতার আগা পুড়ে যায়, ফল পঁচে যায় এবং ফল,কান্ড ও শাথা কাল রং ধারণ করে এবং ছত্রাকের কাল মাথাযুক্ত সাদা সাদা বর্ধিত অংশ দেখা যায় ।

পূর্বপ্রস্তুতি : # সুষম সার ব্যবহার করা # # কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের আগে ও পরে জীনানুমুক্ত রাখা

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা : প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে ।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : পাউডারী মিলডিউ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : এ রোগ হলে পাতা ও গাছের গায়ে সাদা পাউডারের মত দাগ দেখা যায়, যা ধীরে ধীরে সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে । আক্রান্ত বেশী হলে পাতা হলুদ বা কালো হয়ে মারা যায় ।

পূর্বপ্রস্তুতি : # আগাম বীজ বপন করা # সুষম সার ব্যবহার করা # জমি পরিদর্শন। # রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , পাতা , কচি পাতা

ব্যবস্থাপনা : সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন কুমুলাস ডিএফ বা রনোভিট ৮০ ডব্লিউজি বা থিওভিট ৮০ ডব্লিউজি বা সালফোলাক ৮০ ডব্লিউজি, ম্যাকসালফার ৮০ ডব্লিউজি বা সালফেটক্স ৮০ ডব্লিউজি ২৫ গ্রাম)অথবা এবামেক্টিন জাতীয় (ভার্টিমেক ২০ গ্রাম) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : মোজাইক রোগ

রোগের কারণ : মোজাইক ভাইরাস

ক্ষতির ধরণ : এর রোগ হলে গাছে হলুদ ও গাঢ় সবুজ ছোপ ছোপ মোজাইক করা পাতা দেখা দেয় এবং পাতা কুঁকড়ে যায়।

পূর্বপ্রস্তুতি : রোগমুক্ত গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করা । ক্ষেত থেকে আক্রান্ত গাছ তুলে পুতে ফেলা/ পুড়ে দেয়া

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা

ব্যবস্থাপনা : জাব পোকা এ রোগের বাহক, তাই এদের দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে ধ্বংস করা ।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : পাতা ও ফলের দাগ রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : পাতায় বাদামি দাগ পড়ে । এ দাগ পরে সব পাতা ও ফলে ছড়িয়ে পড়ে। বেশি আক্রমনে পাতা ও ফল ঝরে পড়ে।

পূর্বপ্রস্তুতি : জমি পরিদর্শন। রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার।প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম হারে নোইন দিয়ে বীজ শোধন ।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , কচি পাতা , ফল

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : গুচ্ছ পাতা/ খুদে পাতা / ছোট পাতা রোগ

রোগের কারণ : মাইকো প্লাজমা

ক্ষতির ধরণ : বেগুনের ক্ষুদে পাতা রোগ হলে গাছে তুলসি পাতার মত অসংখ্য ছোট ছোট পাতা দেখা দেয়।

পূর্বপ্রস্তুতি : পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ ও আক্রান্ত গাছ ও আগাছা তুলে বিনষ্ট করুন। জমি পর্যবেক্ষণ করুন। আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে / মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা : জাব পোকা ও জ্যাসিড এ রোগের বাহক, তাই এদের দমনের জন্য ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : ঢলেপড়া রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক, ব্যাক্টেরিয়া

ক্ষতির ধরণ : কান্ডের মাটি বরাবর গোড়া পানসে দাগ দেখা দেয় পড়ে তা গাঢ রঙ ধারণ করে। আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ গাছ ঢলে পড়ে ও শেষে মারা যায়। আক্রান্ত গাছের গোড়ার প্রায় ২ ইঞ্চি ডাল কেটে পানিতে ৫-১০ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে ব্যাকটেরিয়া হতে সাদা কষের মত তরল পদার্থ (ব্যাক্টেরিয়াল উজ) বেরিয়ে আসে, যাতে পানির রং সাদা হয়ে যায়।আক্রান্ত গাছ সকালে সুস্থ দেখালেও বিকেলে ঢলে পড়ে।

পূর্বপ্রস্তুতি : রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার। মাটি ও বীজ শোধন। পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ। বন বেগুনের সাথে জোড় কলমকরে চারা রোপন করুন । চারা লাগানোর আগে প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: নোইন অথবা ৪ গ্রাম ট্রাইকোডারমা ভিরিডি মিশিয়ে ১৫-২০ মিনিট ধরে চারা শোধন করে নিন।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ডের গোঁড়ায়

ব্যবস্থাপনা : ছত্রাকের আক্রমণ হলে ম্যানকোজেব জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন(রিডোমিল গোল্ড ২০ গ্রাম) অথবা কার্বান্ডিজম জাতীয় ছত্রানাশক যেমন (এমকোজিম ৫০ ; অথবা গোল্ডাজিম ৫০০ ইসি ১০ মিলি / ২ মুখ) ১০ লি পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ৩ বার গাছের গোড়ায় ও মাটিতে স্প্রে করুন । ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

অন্যান্য : ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণ হলে ক্ষেতের মাটিতে বিঘাপ্রতি ২ কেজি হারে ব্লিচিং পাউডার ছিটাতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

রোগের নাম : কান্ড ও ফল পচা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির ধরণ : চারা গাছের কান্ডের গোড়ার দিকে বাদামি ক্ষত দেখা যায় ও গাছ বড় হলে ফলের গায়ে হালকা বাদামি ক্ষত দেখা যায়। প্রথমে মাটি বরাবর গাছের গোড়ায় প্রথমে সবুজাভ জলবসা দাগ দেখা যায়। এই দাগ কান্ডকে ঘিরে ফেলে। এরপর গাছ নেতিয়ে পড়ে ও গাছ মারা যায়। ফলন্ত গাছে আক্রমণ হলে ফল পঁচে যায়।

পূর্বপ্রস্তুতি : সেচ /বৃষ্টির পর গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিন। আক্রান্ত ফল ও গাছ গোড়ার মাটিসহ তুলে পুড়িয়ে বা অনত্র বিনষ্ট করে ফেলুন। ফসল সংগ্রহের পর সমস্থ গাছ ও জমি পুড়িয়ে রোগের জীবাণু নষ্ট করুন।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা , ফলের বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : কান্ড , ফল

ব্যবস্থাপনা : রোগের আক্রমণ বেশি হলে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন- নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) অথবা প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমন টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে ।ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গাস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা মোঃ হাসানুর রহমান

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করুন। বর্ণনানুসারে বেড তৈরি করুন। প্রতি বীজ তলায় উর্বরতা ভেদে ৫-১০ কেজি গোবর/ জৈবসার এবং ৩০ গ্রাম টি এস পি সার মাটির সাথে মেশান। বীজ বোনার আগে এক রাত ভিজিয়ে রাখুন।লাইনে বীজ বুনলে লাইনের দূরত্ব২ ইঞ্চি রাখুন, ১ ইঞ্চি গভীরে আঙ্গুল বা কাঠি দিয়ে সারি করুন এবং ২-৩ দূরে দূরে বীজ বুনুন । এবং বীজ ঢেকে মাটি হালকা করে চেপে দিন ।

সতর্কতাঃ বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যবহারের আগে বোতল বা প্যাকেটের গায়ের লেবেল ভালো করে পড়ুন এবং নির্দেশাবলি মেনে চলুন । ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা পোষাক পরিধান করুন। ব্যাবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবে না। বালাইনাশক ছিটানো জমির পানি যাতে মুক্ত জলাশয়ে না মেশে তা লক্ষ্য রাখুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করা জমির ফসল কমপক্ষে সাত থেকে ১৫ দিন পর বাজারজাত করুন। বালাইনাশক/কীটনাশক ব্যাবহারের সময় নিরাপত্তা পোষাক পরিধান করুন। ব্যাবহারের সময় ধূমপান এবং পানাহার করা যাবে না।

বীজতলা পরিচর্চা : বীজ বোনার পর ছালার চট বা ধানের খড় বিছিয়ে ৭২ ঘন্টা ঢেকে রাখুন। বীজ গজানো তরানিত করতে ঝাঝরা দিয়ে পানি দিন। অবহাওয়া অতি শীতল হলে পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে সকালে খুলে দিন। বৃষ্টি ও দুপুরের তাপ থেকে রক্ষার

জন্য চাটাই দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করুন। বীজতলার চারিপাশে ছাই ছিটিয়ে দিন এতে পিঁপড়া ও অন্যান্য পোকার আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকবে।

চাষপদ্ধতি :

প্রতি বীজ তলা ৩ মিটার(১১৮ ইঞ্চি) লম্বা এবং ১ মিটার(৩৯.৩৭ ইঞ্চি) চওড়া এবং দু বীজ তলার মাঝে নালার গভীরতা ৩০ সে.মি(১২ ইঞ্চি)।প্রতি বীজ তলায় উর্বরতা ভেদে ৫-১০ কেজি গোবর/ জৈবসার এবং ৩০ গ্রাম টি এস পি সার মাটির সাথে মেশান। বীজ বোনার আগে এক রাত ভিজিয়ে রাখুন।লাইনে বীজ বুনলে লাইনের দূরত্ব২ ইঞ্চি রাখুন, ১ ইঞ্চি গভীরে আঙ্গুল বা কাঠি দিয়ে সারি করুন এবং ২-৩ দূরে দূরে বীজ বুনুন । এবং বীজ ঢেকে মাটি হালকা করে চেপে দিন ।

উপযুক্ত মাটি: সব ধরনের মাটি উপযেযোগী। তবে বর্ষাকালে পানি জমে না এমন উঁচু জমি নির্বাচন করুন

ফসলের সার সুপারিশ :

হেক্টর প্রতি গোবর সার : ১০-১৫ টন ইউরিয়া ; ৩০০ কেজি। টিএসপি/ ডিএপি:২৫০ কেজি। এমওপি:২৫০ কেজি। জিপসাম:১০০ কেজি। দস্তা সার:৮-১০ কেজি। বোরাক্স :১০ কেজি।পুরা গোবর , টিএসপি, জিপসাম,দস্তা, বোরাক্স সার এবং এমওপি ৫০ কেজি শেষ চাষের সময় দিন। ইউরিয়া সার প্রতিবারে ৬০ কেজি হারে ১ম কিস্তি চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন পর, ২য় কিস্তি ফুল ধরা আরম্ভ হলে এবং ৩য় কিস্তি ফল ধরা আরম্ভ হলে এবং ৪র্থ ও ৫ম কিস্তি ফলবান অবস্থায় দিতে হবে । বাকি এম ও পি সার প্রতি বারে ৫০ কেজি হারে ১ম কিস্তি চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন পর , ২য় কিস্তি ফল ধরা আরম্ভ হলে এবং ৩য় কিস্তি ২য় কিস্তির ১০ দিন পর ।

প্রতি শতকে গোবরঃ ৪০ কেজি, ইউরিয়াঃ ১ কেজি, টিএসপিঃ ৭০০ গ্রাম, এম ও পিঃ ৭০০ গ্রাম, জিপসামঃ ৪০০ গ্রাম, বোরনঃ ৫০ গ্রাম,দস্তাঃ ৪০ গ্রাম।সমুদয় গোবর, টিএসপি, জিপসাম, দস্তা, বোরণ এবং ২১০ গ্রাম পটাশ শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের পর ১০-১৫ দিন প্রথমবার, ফল ধরা শুরু হলে দ্বিতীয় বার এবং ফল আহরণের মাঝামাঝি সময়ে তৃতীয় বার ৪০০ গ্রাম করে ইউরিয়া এবং ২০০ গ্রাম করে পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

তথ্যের উৎস : কৃষি প্রযুক্তি হাত বই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সঙ্গস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা :

চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ এবং পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার দেয়ার পর সেচ দিতে হয় । বেডের দু'পামে নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক। নালায় সেচের পানি বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাবে না, গাছের গোড়া পর্যন্ত মাটি ভিজে গেলে নালার পানি ছেড়ে দিতে হবে। প্রতি সেচের পর মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে বাতাস চলাচলের সুবিধা হয় । খরিফ মৌসুমে জমিতে পানি যাতে না জমে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের জন্য জমির চারপাশে নালা রাখতে হবে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

জমিতে পানি যাতে না জমে সে জন্য পানি বের করার ব্যবস্থা রাখুন। পানির আপচয় রোধের জন্য ফিতা পাইপ/ফুটপাম্প/ঝাঝরির সাহায্যে সেচের ব্যবস্থা করুন ।

তথ্যের উৎস : দক্ষিণাচলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি , বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাওন্সিল

আগাছাঃ আগাছা দমনের জন্য জমি চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে আগাছা পরিষ্কার, বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার এবং পরিষ্কার কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার। ফসল বোনার ২৫-৩০ দিনের মধ্যে আগাছা বাছাই করতে হবে। সেচ দেয়ার আগে আগাছা বাছাই করতে হবে।

আবহাওয়া ও দুর্যোগঃ অতি বৃষ্টির কারনে জমিতে পানি বেশি জমে গেলে নালা তৈরি করে তাড়াতাড়ি পানি সরানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। পানি যাতে জমি থেকে সরে যায় তার ব্যবস্থা করুন। জো বুঝে গাছের গোড়ার মাটি আলগা করে দিন। গাছ হেলে পড়ে গেলে সোজা করে দিন।

ফসল তোলা : সাধারণত ফুল ফোটার ১ মাস পরে ফল তোলার অবস্থায় আসে। চারা লাগানোর দুই থেকে আড়াই মাস পরে ফসল তোলার সময় হয়। প্রতি সপ্তাহে গাছ থেকে দু আঙ্গুলে বেগুনে চাপ দিলে যদি বসে যায় চাপ তুলে নিলে বেগুনের ত্বক আগের অবস্তায় ফিরে আসে এ সময় ধারাল ছুরির সহায়তায় বেগুনের বোঁটা কেটে ফসল তোলা হয়। চাপ দিলে বেগুন নরম মনে হয় কিন্তু আঙ্গুলের চাপ আগের অবস্থায় ফিরে না আসে তাহলে তা এখনো পোক্ত বা তোলার অবস্থায় আসেনি।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

ছোট, ভিন্ন আকারের ফল / পোকা বা রোগাক্রান্ত ফল আলাদা করে নিন। বেশী ফল সংগ্রহ করতে হলে একটি ছায়াযুক্ত স্থানে পরিষ্কার বিছিয়ে তাতে প্রাথমিক আকারে সংগ্রহ করতে হবে ।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

চটের বস্তায়, বাঁশের ঝুড়ি, বা প্লাষ্টিকের কনটেইনারে ফসল রাখুন । প্লাস্টিকের কন্টেইনার সবচেয়ে বেশি উত্তম । বেশি রোদ বা চাপ যেন না লাগে সে দিকে লক্ষ্য রাখুন ।

ফলনঃ জাত ভেদে শতক প্রতি ফলন ২০০-২৫০ কেজি।

সংরক্ষনঃ বেশি তাপ / রোদ না লাগে এবং বায়ু চলাচল করে এমন স্থানে বা কনটেইনারে ফসল সংরক্ষণ করুন। মাঝে মাঝে চটের বস্তার উপরে হালকা পানি স্প্রে করুন। কয়েক দিনের জন্য সংরক্ষণ করলে হিমাগারে রাখা উত্তম।

বীজ উৎপাদন :

জমি থেকে নির্ধারিত জাতের বালাই মুক্ত , সবল ও সতেজ গাছ নির্বাচন করে ফুল ফোটার আগে কাগজের/ পলিথিন ব্যাগ দিয়ে তা ঢেকে দিন। যাতে পর পরাগায়ণ না ঘটে। বা অন্যান্য জাতের বেগুন থেকে ৪০০ মিটার দূরে থাকে তার ব্যবস্থা নিন। বীজের জন্য ফলটি পুরা পেকে গেলে তা যখন স্বাভাবিক রঙ হারিয়ে বাদামি বা হলুদ রঙ ধারন করে এবং ফলের খোসা শক্ত হয়ে আসে তখন তা গাছ থেকে তুলুন। ফল গাছ পাকা না হলে বীজ অপুষ্ট হতে পারে। সংগৃহীক ফল কয়েক দিন রাখার পর কিছু শাঁসসহ খোসা কেটে বাদ দিন। বাকি মাংশাল অংশসহ বীজ ২৪-৩৬ ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। এর পর কাটা ও ভেজানো ফল হতে বীজ হাত দিয়ে চিপে শাঁস থেকে আলাদা করে, পরিষ্কার করে ধিুয়ে নিন। এ সময়ে হালকা ও অপুষ্ট বীজ বেছে বাদ দিন। পরে পষ্কিার ও পুষ্ট বীজগুলি যথা শীঘ্র প্রথমে হালকা রোদে পরে কিছুটা প্রখর রোদে শুকিয়ে আর্দ্রতা ৮% এ নামিয়ে আনুন। টিন বা পাকা মেঝেতে বীজ না শুকায়ে ত্রিপল, কাগজ বা কাপড় ব্যবহার করুন।

বীজ সংরক্ষণ:

বীজ শুকিয়ে ঠান্ডা করে, বীজের পরিমানের উপর নির্ভর করে পলিথিন ব্যাগে ভরে টিন বা বায়ুরোধি পাত্রে ভরে রাখুন।

পুষ্টিমান :

বেগুনের পুষ্টিগুন নানাবিধ যেমন, চর্বি, খনিজ পদার্থ, আঁশ, খাদ্যশক্তি, আমিষ, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ক্যারোটিন,ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২ ও শর্করা ইত্যাদি।

তথ্যের উৎস : কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস. ২০১৭।